মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় কারাগারে বিএনপির ৬ নেতা-কর্মী

নাশকতার মামলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুসহ ৬ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ দালতের বিচারক মো: শহিদুল্লাহ তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আসামীরা হলেন গাংনী উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলূ, জেলা ওলামা দলের সভাপতি ইনামুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি, গাংনীর ২নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি সুরেলী আলভী ও বিএনপি নেতা বিজয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা জুবাইদা রহমানকে একটি মামলায় দণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে গত ২ আগস্ট গাংনীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি।

আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে ওই বিক্ষোভ মিছিল গাংনী শহরের প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ করে। এ মিছিল থেকে নাকশকতা সৃষ্টির অভিযোগে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। এ মামলায় আসাদুজ্জামান বাবলুকে প্রধান আসামি করে বিএনপির ৮ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাত আরও ২৫/৩০ জনকে আসামি করা হয়।

ওই মামলায় উচ্চাদালত থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন আসামিরা। জামিনের মেয়াদ শেষে বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ।

মামলায় আসামিপক্ষের কৌশলী ছিল অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রীকে কটুক্তি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের একাংশের বর্ধিত সভা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন ‘যারা দলের শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করে দলকে ছোট করেছে তাদের বিরুদ্ধে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হবে। একটি বড় দলে নেতাদের মধ্যে বিভেদ থাকতে পারে, সেটা দলীয় ফোরামে প্রকাশ করার জন্য আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। গতকাল যারা সংবাদ সম্মেলন করেছে তারা দল বিরোধী কাজ করেছে উপরন্তু আরও ঘোষণা দিচ্ছে ভবিষ্যতে আবারো করবে। ‘

৪ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার হল রুমে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন।

৩ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দিতে জেলা আওয়ামী লীগের একাংশ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করে। সেই মত বিনিময় সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অপরাংশের আায়েজনে জেলা আওয়ামী লীগের এই বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সভাপতিত্বে(ভার্চুয়ালি) বিশেষ বর্ধিত সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস,সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দীন আহম্মেদ চুন্নু, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম,মহজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু,

শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন,বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুল সালাম বাঁধন, মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তাসলিমা খাতুন প্রমূখ।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে আরও বলেন, ‘যারা দল বিরোধী কর্মকাণ্ড করছেন এবং দলবিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের সকল বক্তব্য রেকোর্ডেড। এগুলোসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে খবর এসেছে সেগুলোও দলের নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। গতকাল সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বক্তব্য দিয়েছেন কাউন্সিলে মাত্র একটি ভোট পেয়েছিলেন। জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলের বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন। আমরা যদি একটু খোঁজ নেই তবে দেখতে পাবো তার শিক্ষা দীক্ষা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান কতটুকু। আগামী নির্বাচনে আমরা মেহেরপুরে দুইটি আসন থেকেই নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করব।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভাতে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ। সে সময় তারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবীতে একাট্টা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

গাংনীতে দুই সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

এক শিফটের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত কর্মস্থলে হাজির থাকা নিয়ম শিক্ষকদের। কিন্তু এ নিয়মের তোয়াক্কা করছেন না মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুন ও শাম্মীয়ারা দীপ্তি। শুধু নিয়মমত উপস্থিতিই না, ক্লাস না নেওয়া ও শিক্ষার্থীদের সাথে খারাপ আচরণসহ নানা অভিযোগ রয়েছে ওই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ক্ষমতা দেখিয়ে নিজের মত চাকরি করছেন তারা। দীর্ঘদিন ধরে তারা এসকল অনিয়ম করলেও তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারেন না কেউ।

সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুনের স্বামী পাবনা জেলার ঈশ্বরদি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এবং শাম্মীয়ারা দীপ্তি বিদ্যালয়ের পাশেই একজন গ্রাম্য চিকিৎসকের স্ত্রী। দুজনই স্বামী ও আত্মীয় স্বজনদের ক্ষমতা দেখিয়ে মাসের পর মাস এ অনিয়ম করে চলেছেন।

বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে গত রবিবার দুপুরে দিকে ওই বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান এ প্রতিবেদক। টিফিন টাইম শেষ করে স্কুলের পুরাতন ভবনের নিচতলায় তৃতীয় ও চতৃর্থ শ্রেণীর ক্লাস নিচ্ছেন দুই শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকসহ আরো ৪ জন শিক্ষক বসে গল্প করছেন । অথচ নতুন ভবনের দ্বিতীয় তলায় ৫ম শ্রেণীর নির্ধারিত শিক্ষক ছুটিতে থাকায় ক্লাস হচ্ছে না। ৫ম শ্রেণীতে ১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ওই দিন চারজন অনুপস্থিত ছিলো। শ্রেণী কক্ষ থেকে বের হয়ে আসার সময় শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রতিবেদককে উদ্দেশ্যে করে বলে স্যার আপনার সাথে কথা আছে। তাদের কথা শুনতে গিয়ে তারা দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ বলতে থাকে অবলিলায়। শিক্ষার্থীরা জানায়, শাম্মীয়ারা ম্যাডাম মাসে কয়েকদিন ক্লাস নেন। ঠিকমত বোঝাননা। কিছু বলতে গেলে শিক্ষার্থীদের অভিশাপ দেন আর বলেন, আমার ছেলের পা ধুয়ে পানি খাওয়া দরকার তোদের। অভিযোগের এক পর্যায়ে তারা সমাজ ম্যাডাম রুহিনা খাতুনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দেন। তিনিও মাসে কয়েকদিন ক্লাস নেন। এসে টেবিলের বেঞ্চের উপর পা তুলে বসে থাকেন।

কোন কোনদিন টেবিলে ঘুমিয়ে নেন। বেশির ভাগ দিন স্কুলেও আসেননা বলে অভিযোগ তাদের।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনে প্রধান শিক্ষককে নিয়ে নিচে নামতেই দেখা যায় টিফিনের পরে আড়াইটার সময় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করছেন সহকারী শিক্ষক শাম্মিআরা দীপ্তি। অথচ টিফিন সময় শেষ হয়েছে দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে। জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে বলে চুপ করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে ও শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলা জানা গেলো তিনি প্রায়ই দেরি করে আসেন। এমনকি মাঝে মাঝে টিফিনের পর আসেন না।

অভিযুক্ত ওই দুই শিক্ষককে নিয়ে একই অভিযোগ করে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও। তারা জানায়, রহিনা খাতুন ম্যাডাম মাঝে মাঝে তার বোনকে নিয়ে আসেন ক্লাসে। বোনের সাথে মোবাইলে গেম খেলেন। পড়া নিয়ে কিছু বলতে গেলেও ধমক দেন।

অভিযুক্ত রহিনা খাতুনের সাথে কথা বলা হলে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের অভিযোগ ঠিক না। আমি ঠিকমত ক্লাস নিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে ছোট বোনকে নিয়ে আসি ঠিক, তবে গেম খেলিনা।

তবে প্রধান শিক্ষক মোছা: নুরুন্নাহার খাতুন অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, আমি কিছু বললেও আমার কথা কেউ শোনে না। কোন শিক্ষক ছুটিতে থাকলে আমি ক্লাস নিলে সেই ক্লাস হয়, অন্য কোন শিক্ষক ক্লাস নেননা।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আশরাফুল আলম খান বলেন, সহকারি শিক্ষক রুহিনা খাতুন ও শাম্মীয়ারা দীপ্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা আমিও কিছুটা জানি। গত মাসের মাসিক মিটিংয়ে এ নিয়ে কথা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: নাসির উদ্দিন বলেন, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের কর্মকর্তাকে নিয়ে বিষয়টি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রসঙ্গত, বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন প্রধানশিক্ষক সহ ৮ জন। কিন্তু এত কম শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ জন শিক্ষক থাকলেও বিদ্যালয়টি ঠিকমত ক্লাস হচ্ছে না।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পরিচালিত এক অভিযানে ২টি প্রতিষ্ঠানের মালিকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করা সহ জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নকল কসমেটিকস পণ্য জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়েছে।

বুধবার (৪ অক্টোবর) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার আমঝুপি ও চাঁদবিলে কসমেটিকসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে অভিযান পরিচালিত হয়।

জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিমের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এসময় আমঝুপি বাজারে মেসার্স হালিমা স্টোর নামক একটি কসমেটিকসের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ কসমেটিকস সহ আমদানিকারকের স্টিকার বিহীন অবৈধ কসমেটিকস পাওয়া যায়। পুর্বে সতর্ক করার পরও মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অবৈধ কসমেটিকস বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শিহাব উদ্দিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভাই

ভাই কসমেটিকসকে শিশুদের নকল জনসন এন্ড জনসন তেল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অবৈধ কসমেটিকস বিক্রয়ের অপরাধে মালিক আহসান হাবিবকে ৪১ ও ৫১ ধারায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও নকল ভেজাল কসমেটিকস পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং সবাইকে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা সহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ফরহাদ হোসেনকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপিকে আগামী সংসদ নির্বাচন ে◌েদলীয় মনোনয়ন না দেওয়ার দাবীতে একাট্টা ঘোষণা করেছেন নেতারা।

মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তিকে দূর্বলকারী, দল ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বিরোধী চক্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের ভীতি প্রদর্শণ ও ইউনিয়ন নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীদের পরাজয়ের কুশিলব ,দুর্নীতি , স্বজনপ্রীতি ও পারিবারিক করণের একমাত্র দলবিরোধী সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবী জানান নেতারা।
সভাপতির বক্তব্যে মিয়াজান আলী বলেন, মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে এক ব্যক্তি ঘরবন্দী করে রেখেছেন। তবে সময় এসেছে আওয়ামী লীগকে আবার রাজপথে সক্রিয় করার। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের হাতে নেতৃত্ব চলে যাওয়ায় দলের ত্যাগী নেতা–কর্মীরা ছিটকে পড়েছেন। এর সুযোগ নিয়েছে বিএনপি–জামায়াত। আগামী সংসদ নির্বাচনে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ফরহাদ হোসেনকে আবার মনোনয়ন দিলে আওয়ামী লীগের নেতারা তাঁর পক্ষে কাজ করবেন না।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, নৌকার মাঝি পছন্দ না হলে আমি ননৌকায় ভোট দেব না, আর যদি পছন্দ হয় তাহলে স্বর্বস্ব দিয়ে নৌকার বিজয় ঘরে তুলবো।

সদর
উপজেলা
আওয়ামী
লীগের
সাবেক
সভাপতি
গোলাম
রসুল
বলেন,
‘সারা
জীবন
আওয়ামী
লীগের জন্য জেল–জুলুম, বোমা হামলার শিকার হয়েছি। এরপরও আমি নাকি আওয়ামী লীগের কেউ না। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নিজের পছন্দমতো লোকদের নিয়ে দল চালান। সেখানে আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতারা ঠাঁই পান না। যখন নির্বাচন আসে তখন তিনি দল গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরে কাউকে মনে রাখেন না। প্রধানমন্ত্রীর কছে আকুল আবেদন, এমন নেতাকে যেন মনোনয়ন না দেওয়া হয়। তাঁকে বাদ দিয়ে যে কাউকে মনোনয়ন দিলে তাঁর পক্ষে আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা এক হয়ে কাজ করবেন।’

সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ সম্পাদক এম এ এস ইমন বলেন, যারা মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে দুর্দিনে ধরে রেখেছে তারা আপনার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছে। স্বসম্মানে আপনার সরে যাওয়া উচিৎ। মুজিবনগরকে শেখ হাসিনা উন্নয়নের জন্য ব্ল্যাঙ্ক চেক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সারাদেশে যে উন্নয়ন তারই রুটিন উন্নয়ন হয়েছে মেহেরপুরে।পৌর কলেজের ফান্ড থেকে ২৫ লাখ টাকা নিয়েছেন সরকারি হয়নি। নিজের বাপের নামে কলেজের নামকরণ করেছেন।
আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী আমাদের মেহেরপুরকে দেখে যান, আপনার প্রাণের সংগঠনের কি অবস্থা করে রেখেছে দেখে যান।

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, দুসময়ে যারা আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়েছিলো তারাই আজ এই মঞ্চে দাড়িয়েছে। মেহেরপুর পৌরসভা, সদর

উপজেলা, মুজিবনগর উপচেলায় আওয়ামী,লীগের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। নেতাকর্মীরা এই সকল জনপ্রতিনিধিদের সাথ্কেথা বললে তার মানরচলে যায়। বিএডিসির লেবারকে কমিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে। মেহেরপুর পৌরসভার দুর্দশাব শেষ নেই। মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নে এখনো পর্যন্ত বাধা দিয়ে যাচ্ছেন।

জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়সমিন বলেন, আপনারা স্বামী স্ত্রী ২০১৪ সালের আগে কোথায় ছিলেন। আমরা ভোট চেয়ে আপনাকে নির্বাচিত করেছি। আপনার মহিলা লীগের নেতাকর্মীদের দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন।
জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান বলেন, ফরহাদ হোসেনের ভাই মৃদুল আমাদের সংখ্যালঘু যুবলীগ সদস্যর ১ কোটি ৮০ লাখ টাবি আত্মসাৎ করে তাকে পথের ভিখারি বানিয়েছেন।

যুবলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক বলেন, নারী জারেণের অগৃদুত সেজেছেন । আপনি তো মেহেরপুরের ক্যাসিনো রানি। ৬৩ জেলার ছেলেদের চাকরি হয়, মেহেরপুর জেলার ছেলেদের চাকরি হয় না।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আরিফুল, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন,, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ। বিশেষ মতবিনিময় সভায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন
এদিকে ফরহাদ হোসেনের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যলয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তাঁর পক্ষের নেতা- কর্মীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ফরহাদ হোসেন ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ফরহাদ হোসেনের বড় ভাই ইমতিয়াজ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে গোপন বৈঠক চলাকালে জামায়াতের ৩ রোকন আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়পুর খন্দকারপাড়া থেকে গোপন বৈঠক চলাকালে জামায়াতের রোকনকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

আটককৃতরা হলেন সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের মৃত তিলক শেখের ছেলে আব্দুল জাব্বার, রাধাকান্তপুরের মৃত শিহাব উদ্দিনের ছেলে আব্দুল রউফ ও পৌর শহরের মন্ডলপাড়ার মৃত মিজানুর রহমানের ছেলে ইকবাল হোসেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুর মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তাদের আটক করে।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘গোপন বৈঠক হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই জহুরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টিম সদর উপজেলার রায়পুর খন্দকারপাড়ার রুহুলের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির মালিক ও জামায়াতের রোকন রুহুল পালিয়ে যায়। আটককৃতদের আদালতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ‘

মেহেরপুরে হেরোইনসহ পুলিশ সদস্য ও তার সহযোগী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্ত থেকে আশরাফুল ইসলাম নামের এক পুলিশ সদস্যসহ দুইজনকে আটক করেছে বিজিবি। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩২ পুরিয়া (৩ গ্রাম) হেরাইন উদ্ধার করা হয়। জব্দ করা হয়েছে একটি মোটর সাইকেল।

সোমবার বিকালে তাদের আটক করার পর রাতে সদর থানায় মামলা দায়ের

শেষে হস্তান্তর করা হয়। আটক আশরাফুল ইসলাম (৪০) মুজিবনগর উপজেলার পরানপুর গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য আফসার উদ্দীনের ছেলে। তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটনে কোর্ট পুলিশে কর্মরত রয়েছেন। এবং সবুজ হোসেন (২৩) সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামের মঞ্জু শেখের ছেলে।

বাজিতপুর বিজিবি ক্যাম্প
কমান্ডার আলাউদ্দীন
বলেন, ‘কাটাতারের এপারে
ভারতীয় গ্রাম বিষ্টুগঞ্জ
থেকে হেরোইন নিয়ে
কয়েকজন মাদক ব্যাবসায়ী
বাংলাদেশে প্রবেশ করছে।
এমন সংবাদের ভিত্তিতে
বাজিতপুর ক্যাম্পের
বিজিব সদস্যদের একটি দল
অবস্থান নেয়। সীমান্তের
১২০ নম্বর মেইন পিলার
হয়ে ঐ মাদক ব্যবসায়ীরা একটি মোটরসাইকেলযোগে বাজিতপুর গ্রামের পাকা রাস্তার উপরে উঠলে বিজিবি সদস্যরা তাদের গতিরোধ করে। এ সময় আটক করা হয় পুলিশ সদস্য আশরাফুল ইসলাম ও তার সহযোগী সবুজ হোসেনকে। সবুজের শরীর তল্লাশী চালিয়ে ৩২ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়। যার ওজন তিন গ্রাম। জব্দ করা হয় একটি ১১০ সিসি হোন্ডা মোটরসাইকেল।’

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আসামীদের সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার আসামীদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।’

তিনি আরো বলেন,’আসামী আশরাফুল ইসলাম একজন পুলিশ সদস্য। সে ঢাকা মেট্রোপলিটন কোর্টে কর্মরত রয়েছে। তবে বর্তমানে সে সাসপেনসনে রয়েছ।’

গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে কন্যা শিশু দিবস পালিত

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসী ফোরামের যৌথ আয়োজনে একযোগে গাংনী উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে পালন করা হয় আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

আজ সোমবার সকালে ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক রোকনুজ্জামান এর সভাপতিত্বে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী তানজীদ আহমেদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা নাছিমা খাতুন,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিএফজি সমন্বয়কারী সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইকবাল হোসেন, সানঘাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস সহায়ক হযরত আলীসহ ধানখোলা ইউনিয়নের ৫ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা। আলোচনা সভা শেষে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল তার বক্তব্যে জাতীয় কন্যা শিশু দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে মতবিনিময় সভায় বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেন এবং কন্যাদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা বিষয়ক কর্মকতা নাছিমা খাতুন একজন কন্যা হিসাবে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সমস্যার কিভাবে মোকাবিলা করেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি কন্যা শিশুদের জন্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কন্যা শিশুদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন।

এছাড়া গাংনীর উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মু. আলম হোসাইন । অতিথি ছিলেন করমদি কলেজের প্রভাষক আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।

গাংনীর কাথুলি ইউনিয়নের ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সভাপতিত্ব করেন ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম । বিশেষ অতিথি ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এলাকা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন।

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সভাপতি করেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় কন্যাশিশু শিশুর অ্যাডভোকেসি ফোরাম, মেহেরপুর জেলা সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক দিলারা জামান।

মেহেরপুরে জেলা কমান্ড্যান্টের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, মেহেরপুরের বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তা-কর্র্মচরী, ভাতাভোগী সদস্য-সদস্যা ও ইউনিয়ন দলনেতা/দল নেত্রীদের সাথে নব যোগদানকৃত জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্রদত্ত এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার জেলা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্রদত্ত তার বক্তব্যে বলেন, জেলা কমান্ড্যান্ট বাহিনীর সুনামকে বৃদ্ধি কল্পে অধিকতর তৎপর হওয়া এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের মাধ্যমে জেলার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে সকলের সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও গতকাল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাহিনীর মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ সম্পর্কে উক্ত সভায় সকলকে অবহিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অ্যাডজুটান্ট মোঃ আল-মামুন, মুজিবনগর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ মিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) টিআই ফেরদৌসী বানু প্রমুখ।

মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন

মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ -২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে র্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা শিশু একাডেমির আয়োজনে আজ সোমবার বিকেলে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে “শিশুদের জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি” এই প্রতিপাদ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আব্দুল কাদির মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অথ) কামরুল আহসান, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়ুব হোসেন। এর আগে জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের নেতৃত্বে একটি র্যালি শিশু একাডেমি চত্বর থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।